" Internet "

বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ। অনেকেই ইন্টারনেট সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির কারনে ইন্টারনেট লাইন নিতে ভয় পান। অনেকেই ভাবেন এর জন্য টেলিফোন লাইনের মতো আলাদা লাইন আনতে হয়। মাসে টেলিফোনের মতো নির্দিষ্ট টাকা প্রদান করতে হয়। আসলে কি তাই? দেশি তো আমাদের আজকের পর্বের মিট কি বলে? হয়তোবা একজন প্রফেশনাল ব্যক্তি কখনই এই সুযোগের অদ্ব্যবহার তার কম্পিউটারে প্রয়োগ করতে হাতছাড়া করবেন না।

Internet : Internet হচ্ছে জনপ্রিয় একটি যোগাযোগ মাধ্যম। ইহা এমন এক মাধ্যম যার দ্বারা Electronics মাধ্যমে যোগাযোগ সাধন করা যায়। এর দ্বারা আমরা E-mail, web site browsing, Chatting, Net 2 Phone ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ সাধন করতে পারি।

E-mail : ইমেইল বা, ইলেক্ট্রনিকস্ মেইল দ্বারা এক প্রান্তের খবর দূর দূরান্তে পাঠানো যায়। কোন প্রকার ম্যাসেজ, ছবি, ফাইল, ডকুমেন্ট প্রভৃতি এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারের সাথে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। লিখা ব্যতিত অন্য কোন ডাটা বা, প্রোগ্রাম ফাইল ইত্যাদি প্রেরণ করতে হলে তা Attach করে দিতে হয়। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে ইন্টারনেট ছাড়া কিন্তু ইমেইল একেবারেই অচল।

Internet এর প্রকারভেদ : ইন্টারনেট কানেকশন দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথাঃ ১. ডায়াল আপ কানেকশন ২. ব্রড ব্যান্ড কানেকশন।

ডায়াল আপ কানেকশনে ইন্টারনেট

প্রয়োজনীয় যা দরকার ও করনীয় : এই ধরনের ইন্টারনেট কানেকশনে আপনাকে একটি মডেম ও টিএনটি ডিজিটাল টেলিফোনের লাইন থাকতে হবে। মডেমটি কিনে মাদার বোর্ডের পিসিআই স্লটে লাগাতে হবে। মডেমটিতে কমপক্ষে দুইটি টেলিফোনের সকেটের মতো দেখতে পাবেন। এখানে সকেট দুটোর পাশে ছবি দেয়া থাকতে পারে। টেলিফোনের ছবি দেয়াটিতে নয়, পাশে অন্য সকেটটিতে আপনাকে টেলিফোনের লাইন লাগাতে হবে। এরপর আপনি বুঝবেন ৫০% দরকারী করনীয় কাজ শেষ হল। এবার আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন আইএসপি দের কাছ থেকে আপনি গ্রাহক হবেন। ডায়াল আপ কানেকশন সচারচর প্রি-পেইড হয়। যার জন্য আপনাকে কার্ড শেষ হয়ে গেলে তা রিফিল করতে হবে। বিভিন্ন আইএসপিদের কাছ থেকে কানেকশন নিতে পারবেন। যেমনঃ আফতাব, অগ্নি, বিওএল, প্রশিকা প্রভৃতি। আগেই বলে নেই কম্পিউটারে একটি মডেম ও টেলিফোন লাইন হলেই চলল। আর কিছুই প্রয়োজন হবে না। আর আইএসপি কর্তৃক কানেকশন নেয়া হল কম্পিউটারে Settings হতে Dial up connection এগিয়ে আইএসপির হান্টিং নাম্বার, নাম, সার্ভার এড্রেস আর কিছু সাধারণ অপশন পরিবর্তন করা মাত্র। আর আপনি যদি নতুন গ্রাহক হন তবে যেখান থেকে আপনি প্রথম প্রি-পেইড কার্ড কিনবেন তাদের কাছে চাইলে আপনাকে মেনুয়্যাল দিয়ে দিবে যাতে লিখা থাকবে কি কি কাজ কম্পিউটারে করতে হবে। বিভিন্ন উইন্ডোজের ভার্সনে এই কাজ বিভিন্ন রকম। মেনুয়্যাল দেখেই সবকাজ করে ইন্টারনেটে ঢুকে রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। এসময়ে আপনি একটি নাম দিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করবেন যা হবে আপনার ইউজার নেম এবং এর একটি পাসওয়ার্ডও আপনাকে সেট করে দিতে হবে যা আপনি ছাড়া কেউ জানবে না। আপনি যখন ইন্টারনেটে লগইন করবেন তখন এই ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দ্বারাই আপনাকে ঢুকতে হবে। ইন্টারনেটে প্রবেশের সাথে সাথেই প্রিপেইডের টাকা কাটা শুরু হবে। কার্ড শেষ হয়ে গেলে আবার নতুন একটি কার্ড রিফিল করতে হবে। বাসায় ও সচারচর কাজের জন্য ডায়াল আপই হচ্ছে বেষ্ট। তবে উল্লেখ্য যে ইন্টারনেটে ঢুকলে আপনার টেলিফোন লাইন Busy থাকবে। তবে প্রথম মিনিটের ১.৫০ টাকাই কাটা যাবে। এর বেশী নয়।

(+) মডেম যতটুকু স্পিড সাপোর্ট করে ততটুকু স্পিড ফুল পাওয়া যায়।
(+) যখন দরকার ইন্টারনেটে ঢুকা বা, বের হওয়া যায়।
(+) হোম ইউজারদের জন্য ডায়ালয়াপই সাশ্রয়ী।
(+) দূর দুরান্তে কম খরচে ফোন করা যায়।
(-) লগ ইন করার পর টেলিফোন ব্যস্ত থাকাতে ফোন রিসিভ করতে পারবেন না।

ব্রড ব্যান্ড কানেকশনে ইন্টারনেট

প্রয়োজনীয় যা দরকার ও করনীয় : এই ধরনের ইন্টারনেট কানেকশনে আপনাকে একটি ল্যান থাকতে হবে। কার্ডটি মাদার বোর্ডের সাথে PCI Slot এ লাগবেন। এর পর খুঁজবেন আপনার এলাকায় কাছাকাছি ব্রডব্যান্ড কানেকশন প্রভাইডার আছে কি না? তারা ডিসের লাইনের মতো তার এনে আপনার কম্পিইটারের ল্যান কার্ডে লাগিয়ে দিবে। এতে ২৪ ঘন্টা ইন্টারনেট সুবিধা পাবেন। প্রি-পেইড কার্ড কিনার ঝামেলা নেই। টেলিফোন লাইনের দরকার হবে না। এর জন্য এটি বেশ জনপ্রিয় ও এই ইন্টারনেটের দ্বারা আপনি সবচেয়ে বেশী স্পিড পেতে পারেন। তবে এই ধরণের কানেকশন নেয়ার খরচ বেশী। প্রথমেই এডভান্স অনেক টাকা পে করতে হয়। আপনি ব্যবহার করুন কি না করুন টাকা মাসিক অন্তর অন্তর দিতেই হবে। উল্লেখ্য যে, এই ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি বাইরে লোকাল ফোন করতে পারবেন না। সৌখিন ইউজার এবং অফিসিয়াল কাজে আর সাইবার ক্যাফের মতো জায়গায় এর আধিপত্য বিরাজমান।

(+) ২৪ ঘন্টা সুবিধা (তবে সার্ভার ১-২ ঘন্টা বন্ধ থাকতে পারে)।
(+) ঘরে বসেই টাকার বিল পরিশোধ করা যায়।
(+) টেলিফোন লাইনের প্রয়োজন নেই।
(+) স্পীড সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়।
(+) আপত দৃষ্টিতে নিয়মিত ব্যবহারে ব্রডব্যান্ড কানেকশন ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা সাশ্রয়ী।
(-) কানেকশন নেয়ার খরচ কিছুটা বেশী।

ডায়াল আপ কানেকশনে মডেম

প্রকারভেদ : মডেম দুই ধরনের। ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল। ৫৬ / ১২৮ কেবিএসের একটা কিনলেই হয়। ইন্টারনালের দাম খুবই কম। তবে দেখা যেতে পারে ইন্টারনাল ৫৬ কেবিএসের হলেও সম্পূর্ন স্পিড সাপোর্ট পায় না। যা কানেকশন পাবার পর ট্যাস্কবারে শো করে। এক্সটারনালে এই সমস্যা হয় না। তবে কম্পিউটারের প্রসেসর, র‍্যাম প্রভৃতির দিক থেকে পারফরমেন্স ভালো থাকলে এই সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। কেননা বাংলাদেশে ইন্টারনেটের স্পীড এমনেতিই কম।

ব্রডব্যান্ড কানেকশন ও নেটওয়ার্কিং – এ ল্যান কার্ড

ব্রডব্যান্ড কানেকশন নিতে হলে আপনার কম্পিউটারে একটি ল্যান কার্ড কিনতে হবে। ল্যান কার্ডের ব্যবহার এখানেই শেষ নয়। ল্যান কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে এক কম্পিউটার হতে আরেক কম্পিউটারের সহিত সংযোগ স্থাপনও করা যায়। ধরা যাক আমার দুটো কম্পিউটার আছে। কিন্তু স্ক্যানার, প্রিন্টার, সিডি রম এগুলোও আমার দরকার। তাহলে মনে হতেই পারে আমার দুটো কম্পিউটারের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে এই তিনটি জিনিসই কিনতে হবে। এটি অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু আমি যদি প্রতিটি উপকরণ গুলো একাটি একটি করে কিনে দুটি কম্পিউটারের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে দুটো ল্যান কার্ড কিনে এক্স-ক্যাবল দ্বারা কম্পিউটার দুটোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দেই তবে যেকোন একটি কম্পিউটারে বসেই অন্য কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক, সিডিরম, প্রিন্টার, স্ক্যানার প্রভৃতি শেয়ার করতে পারব। অর্থ্যৎ একটি কম্পিউটারে বসেই প্রিন্টিং কার্যাদি, তথ্য স্থানান্তর ইত্যাদি সব সুবিধাই ভোগ করা সম্ভব হবে।

Internet Service Provider (ISP/আই এসপি)

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার এর সাথে মূল ইন্টারনেটের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডারের নিকট হতেই আপনি ইন্টারনেটের সুবিধা ভোগ করতে সমর্থ হবেন। এর একটি উদাহরণ দিতে আমরা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সর্ম্পক তুলে ধরতে পারি। এরা যেমন কোনটাই একটি অপরটির ছাড়া চলতে পারে না ঠিক তেমনি আইএসপি ছাড়াও ইন্টারনেট অচল। আপনি ইন্টারনেটে কাজ করার জন্য আপনার পছন্দনীয় যেকোন আইএসপিতে আপনাকে রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। বাংলাদেশের বেশীরভাগ আইএসপিই এই সুযোগ ফ্রি দিয়ে থাকে (ডায়াল আপ কানেকশনের ক্ষেত্রে)।

Internet এ প্রবেশ করা :

- ✓ Computer এ Windows এর স্ক্রীন স্বক্রিয় থাকাবস্থায়
- ✓ Start Click
- ✓ Settings Click
- ✓ Network & Dial – up Connection Click
- ✓ যে আইএসপির কানেকশন নেয়া আছে সে আইএসপির উপর Click করামাত্রই Connection আইএসপির নাম অনুসারে একটি Dialer চলে আসবে। তখন User Name & Password লিখে
- ✓ Dial Click করামাত্রই যদি সকল Connection ঠিক থাকে তবে সাথে সাথে Dial হবে। প্রয়োজনে Dialing লেখা আসার পর Phone Set উঠিয়ে দেখতে পারেন। Connection পাওয়ার পর Windows Task Bar এর ডান পাশ্বে ঘড়ির পাশে একটি Internet Connected Icon দৃশ্যমান হবে। তখনই বুঝতে হবে কম্পিউটারে Intetnet Connection OK হয়েছে।

WEB ব্রাউজিং করা:

- ✓ Computer এ Internet Connection পাওয়ার পর
- ✓ ডেস্কটপে Internet Explorer এ ক্লিক করুন। অথবা, স্টার্টমেনু হতে প্রোগ্রামস্রে অধীনে Internet Explorer এ ক্লিক করুন।
- ✓ Address Bar এ কাঙ্খিত ওয়েব এড্রেসটি লিখে পাশে " GO " এ ক্লিক করুন অথবা, কী-বোর্ডের এন্টার বাটনে চাপ দিন।
- ✓ Web Page টি লোড হয়ে কিছুক্ষন পর প্রদর্শিত হবে।

E-mail এ প্রবেশ :

E-mail Use করার জন্য প্রয়োজনীয় Software হলো ঃ "*Outlook Express*"

পাবার স্থান ঃ উইন্ডোজ এক্সপিতে স্টার্টমেনুর ইমেইল আইকনে এবং অন্যান্য উইন্ডোজে কুইক টুলবার এ যা কিনা ট্যাস্কবারে স্টার্ট মেনুর পাশে থাকে অথবা, Start > Programs > Outook Express এ পাওয়া যাবে। এই আইকনের উপর ক্লিক করার মাধ্যমে আউটলুক এক্সপ্রেস ওপেন করুন। যদি সর্বপ্রথম এটি ব্যবহার করেন তবে একটি উজার্ড দেখতে পাবেন। এতে আপনাকে প্রোফাইলের নাম, পাসওয়ার্ড, আইএসপির Primary DNS server ও Secondery DNS server এর এড্রেস লিখতে হবে।

পাঠানোর উপযোগী করে Mail Create করা এবং পাঠানো :

- ✓ Outlook Express এ প্রবেশ করার পর
- ✓ File Click
- ✓ New Click
- ✓ Mail Message Click করলে অল্পক্ষনের মধ্যেই New Message Dialog Box আসবে তখন উক্ত Dialog Box এর মধ্যে Delivery Address, Subject & Mail Message Type করে
- ✓ File Click
- ✓ Save Click করলে তৈরীকৃত Mail File টি Drafts Box এ Load হবে। এই অবস্থায় Mail Window & Outlook Express Window Minimize করে রাখতে পারি। তারপর Internet Connection OK হওয়ার পর New Message Dialog Box এর
- ✓ Send Button Click করলেই তৈরীকৃত Mail টি Outbox হয়ে Send Item Folder এ চলে যাবে। তৈরীকৃত File টি যদি Send Item Folder এ দেখা যায় তবেই আপনি নিশ্চিন্ত হবেন Mail টি Send হয়ে গেছে।

আগত Mail Receive করা :

- Internet Connection Ok থাকাবস্থায় Outlook Express এ প্রবেশ করার পর
- Send / Receive Button এ Click করলেই আগত Mail গুলো Inbox এর মধ্যে জমা হবে।
  { বি. দ্র. অনেক সময় Automatically আগত Mail গুলো Inbox এর মধ্যে জমা হয়ে যায় }।

****